জুন ২০২৫

Microcredit Regulatory Authority

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

এমআরএ ভবন, প্লট: এফ-১৪ (ডি/১)
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: +৮৮০ ২২২, হটলাইন নম্বর: ১৬১৩৩
E-mail: info@mra.gov.bd

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সারা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ খাত হিসেবে সুপরিচিত। দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ খাত বিনির্মাণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন এবং কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে সনদ প্রদানসহ দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের সার্বিক উন্নয়নে এমআরএ নিরলসভাবে কাজ করছে। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই), গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এই বিশাল ক্ষুদ্রঋণ খাত ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় গ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৭ (সাত) কোটি গ্রাহককে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে একজন মানুষ একাধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক হওয়ায় কোনো আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে, ঋণ গ্রহণ করে লাভবান হতে সমর্থ না হলে এধরণের ঋণগ্রস্ততা পরিহার করার বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করা রয়েছে। এছাড়াও, এই ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ও মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে।

জুন ৩০, ২০২৫ অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শুধু এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ৬৯৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ গ্রাহককে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। জুন ৩০, ২০২৫ ভিত্তিক এই ক্ষুদ্রঋণ খাত মাঠপর্যায়ে প্রায় ৫ কোটি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এবং বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ ২,৭৯,৩১০ কোটি টাকা। ফলে নিয়মিত ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর মাঝে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। সত্তরের দশকে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক এনজিও'র সীমিত আকারে কার্যক্রম থাকলেও পরবর্তীতে, মূলত নব্বই এর দশক থেকেই এদের কার্যক্রম ব্যাপক আকারে দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠে। দীর্ঘ সময় এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ সেবার বিষয়টি বিধিবদ্ধ তদারকির বাইরেই থেকে

যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে সরকারের পরামর্শে বাংলাদেশ ব্যাংক "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬" এর খসড়া তৈরি করে যা পরবর্তীতে ১৬ জুলাই, ২০০৬ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ২৭ আগস্ট, ২০০৬ হতে কার্যকর হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর, স্বচ্ছ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০, আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ ও ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করার পাশাপাশি সার্ভিস চার্জের হার ৩৫-৪০% থেকে কমিয়ে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ২৪%, সঞ্চয়ের সুদের হার সর্বনিম্ন ৬%, ঋণ পরিশোধের বিরতিকাল এবং ঋণক্ষতি সঞ্চিতি হিসাবায়ন, ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য পুঁজির সংজ্ঞা স্থির করা ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২. ভিশন

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন।

৩. মিশন

ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রঋণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- দক্ষ জনবল তৈরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- নারীদের ঋণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সেবার মান বৃদ্ধিকরণ;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা এবং এ খাতের গুণগত মান উন্নয়ন।

৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগে থেকেই এ দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের যে ধারা প্রচলিত হয়, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা আজকের এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ প্রতিষ্ঠা করেন ব্র্যাক। তবে দেশে ক্ষুদ্রঋণের একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ ব্যাংকের নাম অগ্রগণ্য।

ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ে কারিতাস, আরডিআরএস ও আশাসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমানে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, মৎস্য অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, যমুনা ব্যাংক পিএলসি, ব্যাংক এশিয়া পিএলসি, উত্তরা ব্যাংক পিএলসি, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, সোশাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি, এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি, ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসি, ওয়ান ব্যাংক পিএলসি সীমিত পরিসরে ক্ষূদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৬. এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সূত্রঃ এনডিবি, জুন ২০২৫

৭. গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পরিদর্শনে উদঘাটিত অনিয়ম-অসংগতি নিষ্পত্তিকরণ;
- গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) কর্তৃক দাখিলকৃত আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন, সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অনুমোদনসহ বিভিন্ন নীতিমালা অনুমোদন;
- দেশি ও বিদেশি ঋণ প্রদানকারী সংস্থা/ব্যাংক হতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিষয়ক প্রত্যয়ন প্রদান;
- পুঁজিবাজার হতে তহবিল সংগ্রহে প্রয়োজনীয় অনাপত্তি প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণখাতের মানবস ম্পদকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাত সংশ্লিষ্ট গবেষণা সম্পাদন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ;
- সেবা সহজীকরণ ও অনলাইন সেবা চালুকরণ;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা;
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়ন;
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআরএ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী স্থাপনের কার্যক্রম;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন;
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা তৈরি।

৮. পরিচালনা বোর্ড

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা-৬ অনুযায়ী ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড এমআরএ'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। পদাধিকার বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান সদস্য সচিব। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, পিকেএসএফ-এর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর মহাপরিচালক ও এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান-এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ড দায়িত্ব পালন করছে।

৯. সাংগঠনিক কাঠামো

এমআরএ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে একজন এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান (ইভিসি)-এর নেতৃত্বে ২ জন পরিচালকসহ ৮৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ইভিসি'র নেতৃত্বে ৩ জন নির্বাহী পরিচালক ও ৬ জন পরিচালকসহ রাজস্ব খাতভুক্ত মোট ১৪৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিযুক্ত আছেন যাদের মাধ্যমে এমআরএ'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১০. আইন, বিধি ও সার্কুলার

- ১৬ জুলাই, ২০০৬-এ মহান জাতীয় সংসদে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) প্রণীত হয় এবং উক্ত আইন বলে ২৭ আগষ্ট, ২০০৬-এ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০০৯ প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন;
- আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জের হার ৩৫-৪০% থেকে কমিয়ে ২০১০ সালে প্রথমে ২৭% এবং ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ২৪% নির্ধারণ;
- গ্রাহকের সঞ্চয়ের সুদ সর্বনিম্ন ৬% নিশ্চিতকরণ;
- ঋণের বিরতিকাল (গ্রেস পিরিয়ড) সর্বনিম্ন ১৫ দিন নির্ধারণ;
- জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৮২ টি সার্কুলার প্রদান;
- ঋণক্ষতি সঞ্চিতি হিসাবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।

১১. নীতিমালা, নির্দেশিকা, গাইডলাইন

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন;
- সিকিউরিটি পলিসি গাইডলাইন;
- সিআইবি অপারেশনাল গাইডলাইন;
- এনডিবি ইউজার গাইডলাইন;
- পরিদর্শন গাইডলাইন;
- বন্ড নীতিমালা;
- বড় এমএফআই কর্তৃক ক্ষুদ্র এমএফআইকে ঋণ প্রদান নীতিমালা;
- এমআরএ-এমএফআই উচ্চ শিক্ষা নীতিমালা, ২০২০;

১২. সনদ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৫(১) অনুযায়ী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদ ব্যতীত কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। অথরিটি ২০০৬-২০০৭, ২০১১-২০১২ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৩ দফায় সনদের জন্য আবেদন গ্রহণ করে এবং ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখ হতে সনদ প্রদান শুরু করে। সনদের জন্য আবেদনকারী ৬,৫৮৫টি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অথরিটি ৯০০টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করে। সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে অথরিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত সনদও বাতিল করা হয়। বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনা না করায় জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ২০৭ টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে ৬৯৩টি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী ২৬ হাজারের উপর শাখায় ২ লক্ষাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০২৩ হতে অনলাইনে যে কোন সময়

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদের জন্য আবেদন দাখিল করার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সনদের জন্য আবেদন গ্রহণ স্থগিত রাখার আগে পর্যন্ত ৬১ টি প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সনদের জন্য আবেদন করেছে। উল্লেখ্য, পরিচালনা বোর্ডের পরামর্শে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এমআরএ তে সনদের জন্য আবেদন প্রদানের প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে।

১৩. পরিদর্শন

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা অথরিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন এবং সঠিক হিসাবায়ন ব্যবস্থা, গ্রাহক সেবা ইত্যাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অথরিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। পরিদর্শনের সময় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও পরিচালনাগত বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের সাথে এমআরএ'র কর্মকর্তাগণ সরাসরি আলোচনা করে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে কি না সে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এমআরএ তে প্রেরিত তথ্যাদি, এমআইএস এবং অডিট রিপোর্ট এর সঠিকতা যাচাই করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এমআরএ কর্তৃক ৫১৫ টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

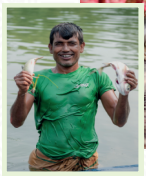

১৪. গণশুনানি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এমআরএ'র উদ্যোগে মোট সাতটি গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। এসময়ে যেসব প্রতিষ্ঠানে গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে সেগুলো হলো প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি, মানব মুক্তি সংস্থা, সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস), পপি, এইড-কুমিল্লা, আরডিআরএস বাংলাদেশ ও বিডিএস। আয়োজিত গণশুনানীতে এমআরএ'র কর্মকর্তা, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে:

১। ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে ঋণ নিশ্চয়তা প্রদানকারীর নিকট হতে ফাঁকা চেক গ্রহণ বন্ধ করা;
২। ঋণ প্রদানের সময় পরিবারের সদস্য ছাড়াও আরও দুই জনকে অফিসে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম বাতিল করা;
৩। ২ (দুই) বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার হ্রাসকরণ;
৪। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাসিক ঋণের গ্রেস পিরিয়ড কমপক্ষে ২/৩ মাস করা;
৫। ত্রৈমাসিক কিস্তি প্রবর্তন করা;
৬। বীমার হার ঋণের ১% এর পরিবর্তে ০.৫% করা;
৭। মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে কিস্তি আদায় বন্ধ করা;
৮। মাছ চাষের পোনা আরও বেশি সংখ্যায় সরবরাহ করা;

৯। ঋণের সার্ভিস চার্জ হ্রাসকরণ;
১০। মাসিক ঋণের মেয়াদ (Tenure) কমপক্ষে ২ বছর করা।

১৫. প্রকাশনা ও গবেষণা

১৫.১-প্রকাশনাঃ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ৪৫ নং ধারায় প্রতিবছর এমআরএ'র কার্যাবলী সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এছাড়া, এমআরএ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্বলিত প্রকাশনা, পরিক্রমা, লিফলেট ও পুস্তিকাসহ নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রকাশনা করে থাকে। যেমন:

- বার্ষিক প্রতিবেদন
- Microfinance in Bangladesh (Annual Statistics)
- এমআরএ এর আইন, বিধি, সার্কুলারের সংকলন
- এমআরএ পরিক্রমা
- এমআরএ ব্রশিউর (বাংলা ও ইংরেজি)

এছাড়াও, সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে বিষয় ভিত্তিক স্যুভেনির, লিফলেট, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

১৫.২-গবেষণাঃ

ক্ষুদ্রঋণ খাতের সার্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে সময়ে সময়ে অথরিটি কর্তৃক দেশের স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক নিম্নোক্ত চারটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক	গবেষণা প্রতিষ্ঠান	বিষয়
১.	ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Role of MFIs in Borrower Graduation: Bangladesh Perspective
২.	Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)	The Implication of Regulation on the Microfinance in Bangladesh
৩.	GIS & IRS জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	Climate Change: Microfinance in Bangladesh.
৪.	International Finance Corporatiob (IFC)	Digitalisation of Microfinance Service and Prospects of Micro-housing Loan by MFIs

চলমান গবেষণা কার্যক্রম:

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির উদ্যোগে BARD এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট "Microcredit for Poverty Alleviation and Women Empowerment: Impacts and Determinants" শীর্ষক গবেষণা চলমান রয়েছে।

Fixed Assets or Financial Inclusion: Examining Institutional Priorities of Bangladesh Microfinance Institutions শীর্ষক একটি গবেষণা পত্র অথরিটির গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে অভ্যন্তরীণভাবে সম্পাদনের কাজ চলমান রয়েছে।

১৬. প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এমআরএ তার নিজস্ব জনবল ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য দেশে বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। অথরিটির আইন-বিধি, হিসাবরক্ষণ, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটা বেইজ, এমএফ-সিআইবি, গভর্ন্যান্স, শুদ্ধাচার, সেবা সহজীকরণ, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত এমআরএ এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ১৩,১০০ এর অধিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এমআরএ হতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকদের আর্থিক শিক্ষা (Financial Literacy)-সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭. পরিকল্পনা, প্রকল্প ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মার্চিং অর্ডারের প্রেক্ষিতে এমআরএ কর্তৃক সময়াবদ্ধ সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলো হলো:

১. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন
২. মাইক্রোফাইন্যান্স সার্ভিসসমূহ ডিজিটাইজেশন
৩. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী স্থাপন

প্রস্তাব তিনটির মধ্যে ১টি প্রস্তাব ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে (২ নং প্রস্তাব) বাকি ২টির সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে এমআরএ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যুগপদ কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহককে আর্থিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি গাইডলাইন প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। চলতি অর্থ-বছরে এমআরএ বৈদেশিক অর্থায়নে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এর তথ্য প্রকল্প পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তদারকি অব্যাহত রেখেছে।

১৮. প্রকল্প

১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে এমআরএ এবং Internatoional Finance Corporation (IFC) এর যৌথ উদ্যোগে "Microfinance Sector Development Diagnostic: Digital Transformation and the Offering of Financial Services and Micro-Housing by MFIs" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের Digital Transformation এবং Housing Microfinance সংক্রান্ত কার্যক্রমের খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন, রোডম্যাপ তৈরি এবং আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করা হবে।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তত্ত্বাবধানে এমআরএ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা DFID (বর্তমানে FCDO) এর সহযোগিতায় ২০১৮ সালে MF-CIB স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১ সালে শেষ হওয়ার পরে এমআরএ বাংলাদেশ ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় MF-CIB স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

- এমআরএ তে ব্রিটিশ সরকারের DFID এর Promoting Financial Services for Poverty Reduction (PROSPER) প্রকল্পের আওতায় ২০০৮ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৭ বছর মেয়াদে ২.৯ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড ব্যয়ে এমআরএ এর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, সক্ষমতা সৃষ্টি ও আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা, কারিগরি সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি, লোকবল উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৯. সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন: খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সহায়তা, বিভিন্ন দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সহায়তাদান, ত্রাণকার্য পরিচালনা, পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব তহবিল বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: (১) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রম, (২) মেডিকেল/চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, (৩) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, এতিমখানা পরিচালনা, আইনি সহায়তা প্রদান এবং (৪) কৃষি, মৎস্য ও গবাদী পশু পালনে কারিগরি সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে। গ্রাহকদের দারিদ্র্য নিরসনসহ সার্বিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বছরভিত্তিক উদ্বৃত্তের প্রায় ২০% দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও

সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এমআরএ এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে তাদের সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের দারিদ্র বিমোচনকল্পে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে ৮৪১ কোটি টাকার অধিক উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

২০. ক্ষুদ্রঋণের খাতসমূহ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধু ঋণ প্রদানই করে না; ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ঋণের টাকা যথাযথভাবে বিনিয়োগ বা কাজে লাগাচ্ছে কিনা তা ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে ঋণগ্রহীতারা ঋণের অর্থের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত খাতসমূহে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে:

- কৃষি
- মৎস্য
- পশুসম্পদ ঋণ
- বনায়ন
- কৃষি যন্ত্রপাতি
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
- ক্ষুদ্র উদ্যোগ/ব্যবসা
- গৃহায়ন
- ক্ষুদ্র পরিবহন
- কনজিউমার ঋণ
- শিক্ষা ঋণ
- প্রতিবন্ধী ঋণ
- চা শিল্প শ্রমিক ঋণ
- ম্যারেজ লোন
- চিকিৎসা ঋণ
- কারিগরি শিক্ষা ঋণ
- বিদেশ গমন ঋণ

২১. গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

- এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ৪.৪০ কোটি জনকে আর্থিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার প্রায় ৯০.৮২%-ই নারী অর্থাৎ আর্থিক খাতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি;
- এমআরএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহক সংখ্যা, সঞ্চয়স্থিতি, ঋণস্থিতি ও ঋণ বিতরণ যথাক্রমে ২.৪৮ কোটি জন, ৫,০৬১ কোটি টাকা, ১৪,৩১৩ কোটি টাকা ও ২৬,১১৮ কোটি টাকা হতে ৪.৪০ কোটি জন, ৮০,০০৯ কোটি টাকা, ১,৭৫,২০১ কোটি টাকা এবং ২,৭৯,৩১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সরাসরি প্রায় ২.২৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ও আয় বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনায় দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সেক্টরের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা আইএফসি এর সাথে Digital Transformation, Housing Microfinance সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সরকারের নির্দেশে এমআরএ'র সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত আয়ের প্রায় ২০% দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যয়ের প্রচলন;
- জাতীয় সংকটকালে দেশের জনগণের পাশে থেকে সঙ্কট মোকাবেলা;
- গ্রাহক কল্যাণ তহবিলের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বৈদেশিক অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশজ তহবিল সৃষ্টি;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠাসমূহের নিজস্ব তহবিল অর্থাৎ ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৫ পুঁজিবাজার থেকে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের এমএফআই-কে সহায়তা প্রদান;

২২. গৃহায়ন তহবিল

গৃহ বা বাসস্থান মানুষের একটি মৌলিক অধিকার বা প্রয়োজন। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে একটি আরামদায়ক বাসস্থানের অভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়। উপযুক্ত গৃহের অভাব মানুষের সৃজনশীলতা নষ্ট করে। প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য গৃহের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার দরিদ্র মানুষদের জন্য গৃহায়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে।

গৃহায়ন তহবিল (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) একটি সরকারি উদ্যোগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের গৃহায়নের জন্য সহজ শর্তে এই ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণ কার্যক্রম এমআরএ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। স্বল্প মূল্যের গৃহ নির্মাণ ছাড়াও গৃহায়ন তহবিল হতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর; বিজিএমইএ এবং তাদের সদস্যভুক্ত কোম্পানির অনুকূলে হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণের জন্য ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

গৃহায়ণ তহবিল হতে ৪২৭টি এমএফআই এর মাধ্যমে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে ১,০৬,২৬১ টি গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৩০ লক্ষ টাকা যা বর্তমানে ২.৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৬৮৫.৮৪ কোটি টাকা। বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধু এমআরএ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৩. জাতীয় তথ্য ভান্ডার ও ই-সেবা

- ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ;
- ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা;
- ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুরো (MF-CIB);
- Integrated Microfinance Software (IMS) প্রতিষ্ঠা;
- এমএফআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য ভান্ডার (Staff Information Management System) স্থাপন;
- অনলাইনে সনদের আবেদন গ্রহণ (e-license);
- ePayment System;
- ডিজিটাল ম্যাপিং অব মাইক্রোফাইন্যান্স এ্যাক্সেস পয়েন্ট;
- Customer Interest Protection Centre (CIPC) এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ খাতের গ্রাহকের অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ;
- এমআরএ ইনফো এ্যাপ;
- এমআরএ হটলাইন নম্বর (নম্বরঃ ১৬১৩৩) ব্যবহার;
- ই-ফাইলিং, ই-নথি ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;
- বায়োমেট্রিক হাজিরা;

- পার্সোনেল ডেটা শিট (পিডিএস);
- এমআরএ ইনফো মেসেজ সিস্টেম;
- মাই গভ প্লাটফর্মে অনুমোদন সংক্রান্ত সিস্টেম;
- এমআরএ ই-ক্লিপিং;
- এমআরএ ই-লাইব্রেরি;
- এমআরএ যোগাযোগ অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি ।

২৪. এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি

২০২০ সালে উচ্চশিক্ষা স্তরে অধ্যয়নরত গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এমআরএ হতে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে "এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণসহ উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সর্বোচ্চ মেয়াদ এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নীতিমালায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের যে যোগ্যতা থাকতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বৃত্তিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অসচ্ছল গ্রাহকের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে, প্রতিষ্ঠানের কর্মরত এলাকার গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকেও বিবেচনা করা যাবে;

২. শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের সরকারি মেডিকেল/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত হতে হবে।

৩. মোট বৃত্তির কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রী অর্থাৎ নারী শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করতে হবে;

উক্ত নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সারাদেশে পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩,০০০-১০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করছে। এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১২০ টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মোট ১০১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বার্ষিক প্রায় ৪.৫০ কোটি টাকা বৃত্তি প্রদান করেছে। এ উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৮ বছর।

শিক্ষার্থীদের মাঝে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি'র চেক প্রদান

২৫. বন্ড মার্কেটের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৪(২)(ঙ) মোতাবেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণযোগ্য তহবিল গঠনের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে তহবিল/ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৮(১)(ছ) মোতাবেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো অথরিটি'র অনাপত্তি পত্র নিয়ে পুঁজিবাজার হতেও তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। অথরিটি হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ব্র্যাক, টিএমএসএস, সাজেদা ফাউন্ডেশন, ব্যুরো বাংলাদেশ, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড

প্র্যাকটিসেস ও আম্বালা ফাউন্ডেশন এই ৬টি প্রতিষ্ঠানকে পুঁজি বাজার হতে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৩ টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তহবিল সংগ্রহ করেছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২৬. লাইব্রেরি

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। বাংলাদেশ এবং বিশ্বে ক্ষুদ্রঋণ এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে লিখিত বই এবং এ খাতের ক্রমবিকাশে যারা কাজ করেছেন তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা,চিন্ত-ভাবনা ও ধারণা নিয়ে লেখা বই এর একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে এখানে। এতে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক বই ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নাল,দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার প্রতিবেদন,অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা, আত্ম উন্নয়নমূলক, বিভিন্ন মনীষীর জীবনী, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক বই। এ পর্যন্ত এমআরএ'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সকল গবেষণার কপি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য লেখকের পাশাপাশি বিদেশি বিভিন্ন লেখকের বই এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া ডিজিটাল লাইব্রেরি বাস্তবায়নের কাজও চলমান রয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরিতে ৩৩৪৫ টি বই রয়েছে।

২৭. ওয়েবসাইট

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর একটি ওয়েবসাইট রয়েছে (www.mra.gov.bd) যা জাতীয় তথ্য বাতায়নের সঙ্গে সংযুক্ত। এমআরএ হতে সনদ প্রদান, সনদ বাতিল, সনদ স্থগিত, সাময়িক অনুমতি, সনদের আবেদন ও কর্মকর্তা কর্মচারীর তথ্য, ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত তথ্য, আইন, বিধি ও সার্কুলার, অডিট ফার্ম নিয়োগ, অভিযোগ ও অনাপত্তি, অফিস আদেশ, ক্ষুদ্রঋণ

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় সম্পর্কিত ডিজিটাল ম্যাপ, এপিএ, ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার, বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, আঞ্চলিক সভা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন দিবস পালন, হটলাইন নম্বর (১৬১৩৩) ইত্যাদিসহ সকল তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় যা পৃথিবীর যেকোন স্থান হতে যে কেউ ভিজিট করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

২৮. এমআরএ ভবন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এনইসি টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করলেও ২০১২ সাল হতে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেঁশা প্লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭ এই ঠিকানায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এমআরএ এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক ২০১৬ সালে রাজধানীর আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ১০ কাঠা জমি বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত এই জমিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২টি বেজমেন্টসহ ১৪ তলা বিশিষ্ট একটি আধুনিক ভবন নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে শুরু হয়ে এপ্রিল, ২০২৫ সালে তা সম্পন্ন হয়। নতুন ভবনটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ, যা এমআরএ'র প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতি ও মান আরও উন্নত করবে মর্মে আশা করা যায়। এতে রয়েছে উন্মুক্ত পরিসর, প্রশস্ত কনফারেন্স রুম, আধুনিক সভা কক্ষ এবং প্রশিক্ষণ রুমসহ নানা রকম সুবিধা। কর্মচারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এমআরএ'র এই নতুন ভবন ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এটি শুধু একটি প্রশাসনিক ভবন নয়, বরং বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২৯. ভবন উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক গত ১৭ মে, ২০২৫ তারিখে এমআরএ'র নতুন ভবনটি শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহসান এইচ মনসুর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। এই ভবনের উদ্বোধন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে, যা দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতেও এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ খাতের সেবা ও কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। নতুন এই ভবন ক্ষুদ্রঋণ খাতের সুশাসন, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

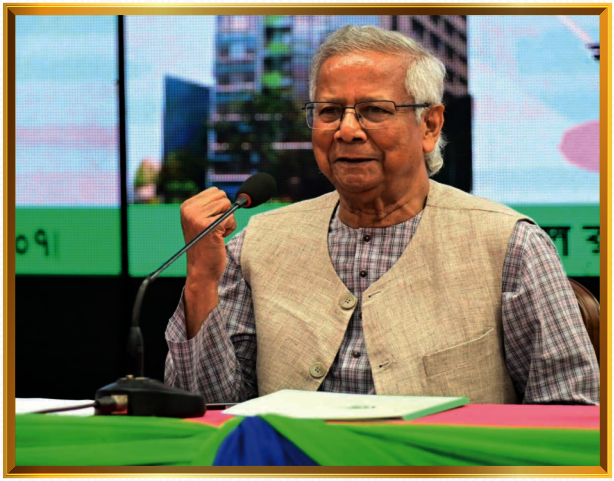

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের বক্তব্যের সারাংশঃ

'নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কে হবে এ নিয়ে শুধু বাংলাদেশ না, যে দেশেই মাইক্রোক্রেডিট হয়েছে সে দেশই সমস্যায় পড়েছে। আমি তাদেরকে বারে বারে বলে এসেছি তোমাদের এত কিছু চিন্তা করতে হবে না কারণ বাংলাদেশ এর সমাধান দিয়ে দিয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি শুধু যে বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছে তা না এটা আন্তর্জাতিকভাবে অনেক দেশের জন্য সহায়ক হয়েছে'।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ভবনের

৩০. সেবা ডিজিটাইজেশন

আইসিটি কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে গত জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মাসে My Gov Platform, OMS (Office Management Szstem), SIMS (Staff Information Management System), NDB, IMS ইত্যাদি বিষয়ে সভা ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। অথরিটির একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট রয়েছে যা সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় নির্মিত হয়েছে যার ঠিকানা: www.mra.gov.bd।

এছাড়াও সরকারের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে অথরিটি এমএফআই কে যে সকল সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয় সেগুলো My Gov Platform এর মাধ্যমে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১১টি উদ্দ্যোগ এর আওতাভুক্ত। সেগুলো হলো:

১. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত তহবিল হতে সামাজিক কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন
২. মেয়াদী আমানত গ্রহণের অনুমোদন
৩. স্থায়ী সম্পদ (ভবন নির্মাণ) অর্জনের অনুমতি
৪. স্থায়ী সম্পদ (জমি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের) অর্জনের অনুমতি
৫. স্থায়ী সম্পদ (গাড়ি ক্রয়ের) অর্জনের অনুমতি
৬. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়ন পত্র

৭. বিভিন্ন সেবার জন্য হাসপাতাল /স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ ট্রেনিং সেন্টার/ লার্নিং সেন্টার/ রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অনুমোদন

৮. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বিভিন্ন ঋণ নীতিমালা অনুমোদন

৯. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন/সংশোধন

১০. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন

১১. পুঁজিবাজার থেকে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের জন্য অনাপত্তিপত্র

৩১. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্ষুদ্রঋণ খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এমআরএ ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি স্থাপন, অথরিটির অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ খাতে কর্মরত মানবসম্পদকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ খাতের তথ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ আধুনিকীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকের আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা ও স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক আর্থিক শিক্ষার প্রসার, বিদ্যমান আইন ও বিধি সংশোধন বা নতুন বিধি প্রণয়ন, অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজ ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নে এমআরএ'র এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- এমআরএ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ

- কৃষি ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রদান নিশ্চিতকরণ
- আইন, বিধি সময়োপযোগীকরণ
- সকল সেবা ডিজিটাইজেশন
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম (ডিএফএস) প্রবর্তন
- দীর্ঘমেয়াদী ও কম সুদে গ্রাহকের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ ব্যবস্থা গ্রহণ
- অনগ্রসর এলাকায় ঋণসেবা পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩২. জুলাই অভ্যুত্থান ও এমআরএ'র উদ্যোগ

২০২৪ সালে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় যা অগণিত প্রাণ বিসর্জন এর মধ্য দিয়ে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, খুন, গুম ও স্বৈরাচার ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার অংশগ্রহণে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানে দেশব্যাপী অসংখ্য নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা শহিদ হয়েছেন এবং অসংখ্য মানুষ গুরুতর আহত বা নিহত হয়েছেন। ছাত্র জনতার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ এ যেসব ছাত্র-জনতা আহত ও শহিদ হয়েছেন তাদের ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি তার নিজ অবস্থান থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও ব্যক্তি পর্যায় হতে প্রাপ্ত তালিকার প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অথরিটি কর্তৃক গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনায় জুলাই-আগস্ট ২০২৪ আন্দোলনে আহত/নিহত প্রান্তিক পরিবারের ক্ষুদ্রঋণ মওকুফ সংক্রান্ত প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ান্তে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। এক্ষেত্রে ঋণ মওকুফসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়:

১) যে সকল ঋণ গ্রহীতা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আহত হওয়ার পূর্বে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং উক্ত আন্দোলনে নিহত/আহত হয়েছেন তাঁদের বিষয়েই কেবল উক্ত ঋণ মওকুফের বিষয়টি বিবেচনাকরণ;

২) ঋণ গ্রহীতা স্বয়ং নিহত/আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সার্ভিস চার্জসহ বিদ্যমান সম্পূর্ণ ঋণ মওকুফকরণ;

৩) ঋণ গ্রহীতা স্বয়ং আহত হলেও কর্মক্ষমতা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে ঋণের সার্ভিস চার্জ মওকুফের পাশাপাশি বিদ্যমান ঋণের ৫০% (সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা) মওকুফকরণ;

৪) পিতা/মাতা ঋণ গ্রহীতা হলে এবং নিহত বা আহত ব্যক্তি পিতা/মাতার উপর নির্ভশীল হলে সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ মওকুফের পাশাপাশি বিদ্যমান ঋণের ৫০% (সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা) মওকুফকরণ;

৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বিষয়টি সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত/আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই উক্তরূপ ঋণ মওকুফের বিষয়টি বিবেচনাকরণ।

অধিকন্তু, জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট সরকারের যেকোন নির্দেশনা পরিপালনে এমআরএ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

৩৩. উপসংহার

প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নিয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে এমআরএ বদ্ধপরিকর।

Environmental
Regulatory
Authority